অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থভাগ | ৯ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৭৮ সাল। ২৩ জুন ১৮৭১ খৃঃঅব্দ | ১৯ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

৯ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

গত সনের রেবেনিউ বোর্ডের রিপোর্টে নিম্নোক্ত বাঙ্গালি ডেপুটী কালেক্টর গণের বিশেষ সুখ্যাতি লেখা হইয়াছে। দুর্গাগতি বন্দ্যো, মথুরা নাথ বন্দ্যো, উমাচরণ বন্দ্যো, রাস বেহারি বসু, ভগবান চন্দ্র বসু (ত্রিপুরা) বঙ্কিম চন্দ্র চট্টো, ললিত মোহন চট্টো, রাম অক্ষয় চট্টো, তারা প্রসাদ চট্টো, কালী প্রসন্ন রায় চৌধুরী, অভয় চন্দ্র দাস, কালিকা দাস দত্ত, গোবিন্দ মোহন ঘোষ, হেম চন্দ্র কর, মাধব চন্দ্র মৈত্র, সীতা কান্ত মুখো, রমেশ চন্দ্র মুখো, তারক নাথ মল্লিক, দীন বন্ধু মল্লিক, কালী দাস পালিত, ব্রজ কান্ত রায়, গৌর চন্দ্র রায়, পার্ব্বতী চরণ রায়, ব্রহ্ম নাথ সেন, রামশংকর সেন, এবং আনন্দ চন্দ্র সেন।

রোড সেস বিলের মর্ম্ম সাধারণ্যে অবগত করিবার মানসে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা এক মাস মাত্র সময় দেন। কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়াসেন তিন মাস সময়ের প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রকৃত এত তাড়াতাড়ি করার মানে কি? অদ্যাপি বারো আনা লোকে ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারে নাই। আইনটি যে রূপ জটিল হইয়াছে তাহাতে উহা বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন। গবর্ণমেণ্ট কিছু কাল সময় দিউন আমরা ধমক সামলাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম চুঁচড়ার বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্য নিমিত্ত নড়াইল জমিদার বাবু চন্দ্র কুমার রায় ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

এখানে পাজিয়া নামক এক খানি গ্রাম আছে পূর্ব্বে সেখানে গ্রামের বারআনা লোকে দেওয়ানি করিতেন যেখানে যত রাজা ও জমিদার ছিলেন তাহাদের দেওয়ান প্রায় পাজিয়ার বসুদের কেহ ছিলেন। এই রূপে অল্পদিনের মধ্যে গ্রামটী অতি বর্দ্ধিষ্ট হয়। আজ কাল হুগলি জেলার লোকে সদরালা পদটি (এখন সুবারডিনেট জজ) এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালায় সুবারডিনেট জজ ২৫জন, তাহার মধ্যে ১৫ জন হিন্দু ও তিন জন মুসলমান। এখন দেখুন শুদ্ধ হুগলি জেলার কতজন সুবারডিনেট জজ। আমরা যত দূর পারি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি, সম্ভবত দুই এক জনকে ছাড়িয়া দিয়াও থাকিব। এখন তাহাদের নাম। দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, গঙ্গাচরণ সরকার, বেণীমাধব সোম, দিগম্বর বিশ্বাস, গিরীশচন্দ্রঘোষ, মহেন্দ্র নাথ বসু, নবকুমার বন্দোপধ্যায়, রসিক লাল বসু, নরোত্তম মল্লিক, মৌলবি নাজিরুদ্দিন, ভুপতিরায়, গোপীকৃষ্ট বন্দোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ সোম নবীন কৃষ্ণ পালিত, এবং বিধুভুষণ বন্দোপাধ্যায়। ইহাদের মধ্যে দুই জন পেন্স পাইতেছেন, নিজ চুচড়ায় ৫ জনের বাড়ী আর উপরে যাহাদের নাম লেখাগেল ইহাদের সকলেরি বাড়ী হুগলি জেলায়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যশোহরের প্রধান মুন্সেফ বিধু বাবু চট্টগ্রামে সুবার ডিনেট জজ হইয়াছেন। বিধু বাবু সুবার ডিনেট জজ হইয়া পুনরায় মুন্সেফ হওয়াতে নিতান্ত মনক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। বিধু বাবু উপযুক্ত লোক আর এত দিবস তাহাকে মুন্সফি পদে রাখায় গবর্ণমেণ্টের অবিচার হইয়াছে।

বহরম পুরের বাবু রামদাস সেনের বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত বক্তৃতা খানি হস্তগত হইয়াছে। বক্তৃতাটী ইংরেজিতে পাঠকরা হয়। আমরা উহা একবার মাত্র পাঠ করিয়াছি, করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। রাম দাস বাবুর অনুসন্ধান দেখিয়া আমার চমৎকৃত হইয়াছি। অবকাশ পাইলে আমরা এই পুস্তিকা খানির বিষয় আরো লিখিব আশা রহিল। রমদাস বাবু নিজে যে রূপ অনেক শাস্ত্রে বিজ্ঞ, ইহার বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ। বিদ্যার প্রতি এরূপ অনুরাগ কম লোকের আছে।

আমরা এই অবধি সাহিত্যিক শিরক মধ্যে মধ্যে একটী প্রস্তাব প্রকাশ করিব। পাঠকের মনোনীত হয়া উহা বরাবর প্রকাশ করিব নতুবা উঠাইয়াদিব।

মাজিস্ট্রেটগণ এদেশীয় ভাষা ভাল জানেন না বলিয়া সময়ে সময়ে প্রকৃত অত্যাচার হয়। সাক্ষী প্রায় ইতর লোকের মধ্য হইতে সংগৃহিত হয়, বিশেষতঃ ফৌজদারি মকর্দ্দমায়। ইতর লোকের সমুদায় কথা এদেশীয় ভদ্র লোকের অনেক সময় বোঝা ভার হয়। আমরা খুপ বলিতে পারি কলিকাতা কি প্রধান প্রধান নগরের ভদ্র লোকে পল্লিগ্রামের অনেক কথা অবগত নহেন। ইহা ব্যতীত আবার জেলায় জেলায় স্বরের তারতম্য আছে। সাহেবরা যাঁহারা ভাল বাঙ্গালা জানেন না তাঁহাদের আবার বিশ্বাস ইহার বিপরীত বলিয়া শিখেতে পারেন না। যত খোশামুদিয়া লোকে জুঠিয়া তাহাদের এই প্রতীতিটি জন্মাইয়া দেয়। এক জন জজ সাহেব তাহার নিজের রচিত ও লিখিত একটী বাঙ্গালা কাগজ এখামে ছাপিতে দেন, তিনি অনুরোধ করেন যে যদি উহাতে অশুদ্ধ থাকে তবে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমরা সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া সরল ভাবে যে যে স্থানে ইংরাজি বাঙ্গালা ছিল ও অশুদ্ধ ছিল শুদ্ধ করিয়া দেই। সাহেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চিঠি লিখেন যে তাঁহার অতি উত্তম বাঙ্গালা ছিল, আমরাই খারাপ করিয়া দিয়াছি। তিনি আরো লিখেন যে আমরা ক্যাপিটাল অক্ষর দেই নাই কেন, অমরা বলি যে বাঙ্গালায় ক্যাপিটল অক্ষর নাই, কিন্তু তিনি ইহা বিশ্বাস করিলেন না। সাহেব লিখেন কলিকাটা, আমরা তাহা কাটিয়া কলিকাতা করি সাহেব বলেন কলিকাতা ভুল কলিকাটা হইবে যে হেতু উহার ইংরাজি নাম ক্যাল ক্যাটা। সেবার যে আমরা কি ভোগে পড়ি তাহা মা দুর্গা তিনিই জানেন। সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সাহেব ভাল বাঙ্গালা জানেন না ইহা আর মুখে যত দিবস পৃথিবীতে থাকি বলিব না। ইহার নিকটস্থ কোন নীল কুঠিয়াল অনেক কাল এদেশে বাস করিয়া বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারিতেন। এক দিবস তিনি দেমাক করিয়া তাঁহার প্রধান আমলার নিকট বলেন যে তিনি সমুদায় বাঙ্গালা কথা জানেন। আমলা ইহাতে বলিল যে সাহেব বলুন দেখি "ইঁচোড়" কাহাকে বলে? সাহেব এক কালে নিরুত্তর। মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা অনেক সময় সাক্ষী দিগের কথা যে বুঝিতে পারেন না তাহা যিনি মফসলের মাজিস্ট্রেট দিগের কাছারি বেড়াইয়া থাকেন তিনিই স্বীকার করিবেন। এক দিবস এক জন সাক্ষী "বরাৎ" শব্দ ব্যবহার করে। এখন, বরাতের দুইটী অর্থ আছে প্রথম অদৃষ্ট আর একটী হুণ্ডি ইত্যাদি। সাহেব প্রথম অর্থটী জানেন না, কিন্তু সাক্ষী এই অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করে। তাহার দুই দিবস পরে, (সাক্ষী তখন বাটী চলিয়া গিয়াছে) এই কথা লইয়া মহা তর্ক। সাহেব বলেন বরাৎ মানে অদৃষ্ট হয় না। তিনি শেষে হিন্দি অভিধান, উর্দ্দু অভিধান, বাঙ্গলা অভিধান, তাঁহার পুস্তকালয় হইতে বাহির করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কোন অভিধানেই বরাৎ শব্দ পাওয়া গেল না। কাজেই সাহেব জিতিলেন। তিনি সাব্যস্ত করিলেন বরাৎ মানে অদৃষ্ট হয় না। মফসলে এই রূপ ভোগ ভুগিতে হয়। অতি অল্প দিন হইল কোন স্থানের মাজিস্ট্রেট তাহার কাছারির মুক্তিয়ারকে আদালত অমান্য করিয়াছে বলিয়া ৫ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। অপরাধ যে ঐ রূপ একটি কথার মানে লইয়া সাহেবের সহিত তর্ক হয়। ইহার ঔষধ কি আমরা জানি না ফল মাজিস্ট্রেট দিগের বাঙ্গালা ভাষা অজ্ঞতার নিমিত্ত যে অবিচার হয়, তাহার প্রতি সন্দেহ নাই।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

জমিদার, গাঁতিদার, ও প্রজা।

জমিদার প্রধান দেশে সাধারণ লোকের হীনবৎ হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে হিন্দুর প্রভা, সেখানে মুসলমানদিগকে "নেড়ে" বলিয়া সম্বোধন করে। আবার ব্রাহ্মণের গ্রামে কায়স্থ দিগের সমাদর নাই। এই নিমিত্ত রুসিয়া ও বিনিস দেশে নিম্নশ্রেণীস্থ লোক দাস বৎ হইয়া রহিয়াছে। আবার যেখানে ইতর লোক প্রধান সেখানে বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম হইতে দেখা যায়। এই নিমিত্ত ফ্রান্স দেশ রক্তে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে ও এই নিমিত্ত ১৬৫০ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা রাজ হত্যা করে।

যে দেশে মধ্যম শ্রেণী লোকের সংখ্যা বেশী, সেদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি ভূমি তত দৃঢ়। ক্ষমতাবান জমিদার আর দরিদ্র প্রজা সমাজের দুই বিপরীত মেরু, আর মধ্যম শ্রেণীস্থ লোক উহার কেন্দ্র স্বরূপ। মানব জাতির যত উন্নতি হইতে থাকে তত নৈসর্গিক নিয়মানুসারে উভয় মেরুস্থিত শ্রেণীদ্বয় কেন্দ্র মুখ অগ্রসর করিতে আরম্ভ করে। প্রায় যত রাজ বিপ্লব হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক খাট ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক দিগকে উচ্চ করা। যখন জমিদার ও প্রজা মধ্যশ্রেণীস্থ লোক দিগের সহিত মিশিয়া যাইবে, তখনই আমাদের দেশের সুস্থাবস্থা হইবে।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, আমাদের দেশ হইতে মধ্যম শ্রেণীস্থ লোক প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দশ আইন ও জমিদারের প্রলোভনই ইহার প্রধান কারণ। এদেশে মধ্যম শ্রেণীর অধিকাংশই গাঁতিদার, অথচ গাঁতিদার, মাত্রের দুরবস্থা দেখিলে বুক বিদীর্ণ হইয়া যায়। গাঁতিদারেরা জমিদারের নিকট ভূমি পাট্টা করিয়া লন ও উহা প্রজা দিগকে বণ্টন করিয়া দেন। সুতরাং জমিদার ও প্রজার অনেক স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। জমিদার যেমন গাঁতিদারের ভূম্যধিকারী, গাঁতিদার তেমনি প্রজার ভূম্যধিকারী। দশ আইনের বলে জমিদার যেমন গাঁতিদারের উপর কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, গাঁতিদারও তেমনি প্রজার উপর কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু সচরাচর জমিদারেরা এত বেশী হারে কর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন যে গাঁতিদারের মুনফা ত কিছুই থাকে না, প্রজারা জুঠিয়াও জমিদারের খাজনাটি উঠাইতে পারেনা। সুতরাং গাঁতিদার উচ্ছিন্ন যান ও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রজার ও পতন হয়। এই রূপে কত শত গাঁতিদার যে দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা সংখ্যা করা যায় না। পূর্ব্বে ইহারা কত সমৃদ্ধিশালী ছিলেন ও এক্ষণ বা ইহাঁরা কি রূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। যাহাদের পিতা পিতামহ গণ হয়ত গ্রামে ২ হাট, বাজার, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যাহারা হয় ত গ্রামে ২ রাস্থা, ঘাট, পুস্করিণী প্রস্তুত করিয়াছেন, এক্ষণ তাঁহাদের সন্তান সন্ততি কষ্টে শ্রেষ্ঠে গ্রাসাচ্ছাদনও জুঠাইতে পারিতেছেন না। যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী অট্টালিকায় বাস করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণ তাহাদের সন্তান গণ পর্ণ কুটিরেও বাস করিতে পারেন না। যাঁহারা অতি মূল্যবান বসন সামান্য বসন বলিয়া তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের পুত্র পৌত্র গণ এক্ষণ দীন বেশে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। আমরা অত্যুক্তি বর্ণনা কিছুই করিতেছিনা যাঁহারা মফস্বলের মধ্য শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থা বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা আমাদের কথায় সায় দিয়া যাইবেন। প্রত্যেক গ্রামেই দুই এক জন মধ্য বিত্ত লোক দেখা যায় যাহাদের কিছু মহাজনী কি বড় চাকুরী আছে। তাহা ব্যতীত প্রায় সকলেরই বাড়ীর অবস্থা দেখিলে বুঝা যায় পূর্ব্বে তাহাদের কি রূপ অবস্থা ও এক্ষণ বা তাহারা কি রূপ অবস্থায় রহিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে দুটি একটী কোটা দেখা যায় কিন্তু সে পুরাতন, মধ্য বিত্ত লোকের নূতন কোটা দিবার সাধ্য নাই।

অনেক প্রজার সহিত আবার জমিদারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে এবং গাঁতিদার শ্রেণীটী উচ্ছিন্ন যাওয়ায় অধিকাংশ প্রজাই এখন জমিদারের অধীনে আসিয়া পড়িয়াছে। গাঁতিদার ও প্রজার যেরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল, জমিদার ও প্রজার সেরূপ হইবার সম্ভাবনা কম, সুতরাং ইহাদের পরস্পরে সম সুখ দুঃখ তা নাই। জমিদার আবার নানা উপায় প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া লন। প্রথম নিয়মিত খাজনা। যদি খাজনা দিতে বিলম্ব হইল তবে পেয়াদা দ্বারা প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া নানা বিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেওয়া হয় ও জরিমানা এবং পেয়াদার রোজ স্বরূপ তাহার নিকট হইতে কিছু লওয়া হয়। দ্বিতীয় ভিক্ষা। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভিক্ষাবলিয়া প্রজা দিগের নিকট হার করিয়া অর্থ লওয়া হয়। তৃতীয় নজর। জমিদার মাঝে মাঝে মফস্বলে যান আর বেশ দশ টাকা নজর বলিয়া লইয়া আসেন এতদ্ভিন্ন আরো অনেক গুলি বাব আছে যাহাদ্বারা জমিদারের বিলক্ষণ উদর পূর্ত্তি হয়। আবার জমিদারের পর তাহার নায়েব গোমস্তা ইত্যাদি আছে। প্রজার অবশিষ্ঠ সম্পত্তির অধিকাংশ ইহা দিগের কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয়। ঐ রূপে অস্থি ভেদী পরিশ্রম করিয়া প্রজা যে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করে তাহা প্রায় জমিদার দিগের অনুচর সহচর গণের উদর পুরণার্থেই ব্যয়িত হয়।

দেশের ও সমাজের অধিকাংশ উন্নতিই মধ্যবিত্ত ও তাহার নিচে প্রজা শ্রেণীর উপর নির্ভর করে কিন্তু আমাদের দেশে এ উভয় শ্রেণীই দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইহারদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপড়ে ইহা আমাদের নিতান্ত বাসনা এই নিমিত্ত আমরা বারম্বার লেখনী ধারণ করিয়াছি। দশ আইন উঠিয়া যাউক না যাউক যাহাতে ইহাদিগকে জমিদারের করস্থ না থাকিতে হয় এরূপ কোন উপায় আলম্বন করা কর্ত্তব্য যাবৎ তাহা না হইতেছে তাবৎ জন কয়েক ব্যক্তির পরিবর্দ্ধনার্থে দেশের সমস্ত শোণিত ব্যয়িত হইবে।

এক অপরাধের দুই রূপ দণ্ড।

সে দিবস এক জন পল্লিগ্রামস্থ ভদ্র লোক বলিতেছিলেন যে ইংরাজে খুন করিয়াছে ইহা অনেক শুনিয়াছি স্বচক্ষেও দেখিয়াছি কিন্তু ইংরাজের কখন ফাঁসি হইয়াছে ইহা দেখিও নাই শুনিও নাই। প্রকৃত ইংরাজের ফাঁসি হইয়াছে ইহা কেহ কখন শুনিয়াছেন? আবার ইংরাজে খুন করিয়াছে একথা এদেশের কেনা শুনিয়াছেন? কত লোকে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? এদেশীয় কেহ খুন করিলে তাহার ফাঁসি হইবে ইংরাজেরা করিলে ফাঁসি হইবেনা, ইহা যে অন্যায় তাহা বলা বাহুল্য তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, এরূপ অন্যায় করায় ফল কি? সে কালে ব্রাহ্মণেরা সকলে এক জুঠছিলেন, একজনকে কিছু বলিলে দল সমেত খেপিয়া উঠিতেন, ব্রাহ্মণে অন্যায় করিলে সকলে এক বাক্য হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আপনাদের আধিপত্য রাখিতেন কিন্তু ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ আর্য্য জাতি ছিলেনা দেশের অন্যান্য লোক মিশ্র আর্য্য কেহ মোগল প্রভৃতি হীন জাতি অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠছিলেন। তাঁহারা অন্যান্য জাতিকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া সকলের ধর্ম্ম গুরু হয়েন ও কঠোর তপস্য করিয়া লোকের নিকট দেবতার ন্যায় মান্য প্রাপ্ত হয়েন। তখন ব্রাহ্মণ দিগের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত রাজ শাসন কি সামাজিক শাসন প্রয়োজন করিত না ব্রাহ্মণ হীন হউন, নিচ প্রকৃতি হউন, দরিদ্র হউন মুর্খ হউন তবু তিনি দেবতার ন্যায় সম্মানের পাত্র। ব্রাহ্মণের কোন গতিকে রক্তপাত হইলে দেশের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইত সুতরাং গুরুতর অপরাধী ব্রাহ্মণকে বধ করিতে রাজার সাধ্য হইত না। যাহার নিকট অপরাধী সে ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের শোণিত পতন হইতে দিত না। কিন্তু সাহেব দিগের সহিত এদেশের লোকের সে রূপ ভাব নয়। সাহেবকে দেখিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় মান্য করিবে, কিন্তু সে হয় ভয় ক্রমে নতুবা স্বার্থের নিমিত্ত, দরিদ্র কি ক্ষমতা শূন্য সাহেবকে লোকে গ্রাহ্যও করিবেনা। ফল কথা এদেশের লোকে

ইংরাজকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই। যাহারা ইংরাজ দিগের সাহিত্য ও বিজ্ঞান অবগত হইয়াছেন তাহারাই কেবল তাহা দিগের প্রতি কোন কোন বিষয়ে ভক্তি দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা দিগকে মনোগত ভক্তি করেনা বরং কোন কোন কারণে ঘৃণা করিয়া থাকে। বাষ্পীয় রথ, কি তাড়িত বার্ত্তাবহ দেখিলে লোকের ইংরাজকে করিয়া তখন ভক্তির উদয় হয় কিন্তু ঐ পয্যন্ত।তাঁহারা যে গড়ে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ট ইহা তাহাদেরমনে অদ্যাপি প্র্যতয় হয় নাই, এরূপাবস্থায় এক অপরাধ করিয়া দুই জাতির দুই রূপ দণ্ড হইলে লোকের মনে কি রূপ ভাবের উদয় হয় তাহা অনায়াশে বোঝা যাইতে পারে। বিশেষত যেখানে বিচার কার্য্যের ভার ইংরাজ দিগের হাতে এরূপ অবিচারে রাজ পুরুষ দিগের কিশুভ ফল হয় আমরা বুঝিতে পারিনা। একটী অপরাধিকে বিনা উপযুক্ত দণ্ডে সমাজে ছাড়িয়া দেওয়া বোধ হয় অন্যায় নতুবা রাজ পুরুষেরা এদেশীয় লোক দিগকে দণ্ড কেন করেন। মনুষ্যে কুকর্ম্ম একটী লাভের নিমিত্ত করে, কিন্তু রাজ পুরুষেরা এই কুকর্ম্ম করিয়া দেশের লোকের নিকট আপনার কলঙ্ক বই আর কি লাভ করেন? একটি অপরাধী ইংরাজকে বিনা উপযুক্ত দণ্ডে ছাড়িয়া দেন আর কোটী কোটী লোকের তাহাদের উপর ভক্তি কমিয়া যায়। সেদিবস এখানকার এডিশনাল জজ পেপার সহেব এক কাণ্ড করিলেন। তাঁহার গরু খোয়াড়ে লইয়া যাইতেছিল, তিনি বল দ্বারা সেই গরু কাড়িয়া রাখিলেন। ইহাতে তাহার দণ্ড হইল কি না পাচ টাকা জরিমানা। যাহার বার্ষিক বেতন পঁচিশ হাজার টাকা তাহার ৫ টাকা দণ্ড কত বড় দণ্ড! যদি ফজু গাজি এই কায করিত তবে তাহার তিন মাস পরিশ্রমের সহিত ফাটক হইত! কারণ ফজু সেখ আইন জানেনা, কারণ ফজু সেখ মূর্খ, হিতা হিত জ্ঞান নাই, কারণ ফজু সেখ দরিদ্র এই নিমিত্ত গরুর রাখাল রাখিতে পারে নাই ও নুতন রজ্জু সংগ্রহ করিতে না পারায় তাহার গরু আটকিয়া রাখিতে পারে নাই। জজ পেপার সাহেবের ৫ টাকা দণ্ড হইল কেন? কারণ তিনি আইনজ্ঞ, কারণ তিনি বিচারক, কারণ তিনি বিদ্বান ও ভদ্র লোক ও তাঁহার হিতা হিত জ্ঞান আছে, কারণ তিনি ধনী ও এই নিমিত্ত অনায়াশে গরু শাসন করিয়া রাখিতে পারেন। যীশু খৃষ্ট বরাবর শিষ্য দিগকে বলিতেন যে অজ্ঞ লোকে তোমাদের আগে স্বর্গে যাইবে কারণ তাহারা কিছু জানেনা, কিন্তু তোমরা ধর্ম্মপথ জানিয়া কিছু করিতেছ না, তোমাদের গতি হইবে না। ধনী, বিদ্বান ও আইনজ্ঞ অপরাধীর অধিক দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য। এবং ইংরাজে অপরাধ করিলে তাহাদের আরো অধিক দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তাহারাই আমাদিগকে আইন শিক্ষা দিবেন, ও আমাদের ধন, জন ও যথা সর্ব্বস্বের ধর্ম্ম ভার তাঁহাদের উপর। যদি আমরা বিচারক হইতাম আর কোন খুনে ইংরাজ আসামী আমাদের সম্মুখে আনিত হইত তবে আমরা ইহাই বলিয়া রায় লিখিতাম। "এদেশ ইংরাজ দিগের হস্তে ঈশ্বর ন্যস্ত করিয়াছেন। এই ভার তাঁহারা কি রূপে কুলাইতেছেন তাহার কড়া গণ্ডা হিসাব করিয়া নিকাস ঈশ্বরের নিকট দিতে হইবে। এই ব্যক্তি এতদ্দেশীয় এক জন কে খুন করিয়া যে রক্ষক সে ভক্ষকের কায করিয়াছে অতএব এ বিশ্বাস ঘাতক। এ দুর্ব্বলকে খুন করিয়াছে অতএব এ ভীরু। এ ইংরাজ জাতির কলংক করিয়াছে অতএব এ তাহার দেশের শত্রু। এ মহা রাণীর রাজ্যের ভিত্তি ভূমির একখানি ইষ্টক খসাইয়াছে অতএব এ মহারাণীর বিদ্রোহী।"

The Road Cess Bill—We doubt not some of our simple minded Rulers think it quite strange why the people should oppose a cess upon land. The impost is so light, about 4 as per head and the object of the cess so grand! Bengal tho' the most advanced of all countries in India is yet most unfortunate as regards its communications. Indeed the condition of our roads is deplorable. In France there are ten miles and in England 26 miles of excellent road in every 20 miles but in Bengal there is only one mile of track in as many miles. The N. W. Provinces and the Punjab are more favored in this respect for obvious reasons. Government at last intends to supply this difficiency. Better communications in the Province will increase the resources and general prosperity of the country as it will increase its trade. Moreover the Bill provides for the appointment of District committees and gives abundant powers to the rate-payers. Section 50 gives members the power of appointing their own Vice Chairman. Section 49 distinctly states that the number of members holding salaried offices under Government shall never exceed one third of the total number of the members. Every member including the Chairman shall have one vote. Thus the district Road Fund will in reality be placed under the control of the people. The people will thus learn to manage their own affairs and govern themselves. These are some of the great advantages that the Natives can gain by the payment of 4 as per head per annum and why should they grumble? Excellent road canals, bridges, district Parliaments, the Natives must pay for these boons they cannot be had gratis.

The Zemindars object on principle. We believe they would willingly contribute to secure these advantages if the cess Bill had not undermined the *Patta* that they hold from Government. The people have two objections. One, the most important one is that they are very poor and cannot spare even 4 as per head. They already pay to thei Zemindars what they can, more they cannot even not 4 as per head annually. You take from them their two and a half days earning or one per cent income tax from the poorest of the poor. You exempt nobody, but you do some thing worse. You make him pay for another's dues. It is no doubt patent that many Zemindars will take advantge of this act to realise their share of the cess from the cultivating Ryots, and Government has not provided to prevent such gross injustice. It is simply impossible for Government to prevent it. No, they cannot prevent it but *the cess must be imposed* and it must be collected thro' *the agency of the Zemindars* orelse the charge of collection will be enormous and the oppression insufferable and therefore *the people must be sacrificed.* The truth must be be told, the British Government has never done justice to the Ryots. Here is the latest instance of it. Some Zemindars are hard and some lenient. Justice requires that some consideration should be shown to the cultivating Ryots who unfortunately hold lands under the former. But the Bill provides that harder the Zemindar more the Ryots will have to pay. This is too bad. Every cultivating Ryot will have to pay one-half of the rate calculated upon the rent payable by him. Now A. B. has to deal with a hard master and manages with great difficulty to hold 10 Biggas of land for 20 Rupees, he will have to pay 20 pices or 5 as, but B. C's master is kindhearted, idle or careless and allows him to hold the same quantity of land for 10 Rs, B. C will have to pay 10 pices or $2\frac{1}{2}$ annas. The meaning of section XVII (3) is simply this: *the poorer the man the more he will have to pay.*

If a Ryot fails to pay his dues the Zemindar will not be disposed to show him mercy as Government holds not the slightests hope of mercy to the Zemindar. On the other hand arrears of cess will be recovered as arrears of rent and the property of the defaulter put to auction. We have spoken of hard and lenient Zemindars it will go very hard with the weak and lenient Zemindar. Now we have already given expression to a universal belief that hard and powerful Zemindars will realise their dues to the State from the Ryots, here is another difficulty which we forsee. A weak Zemindar or a weak undertenant will in many cases be not able to realise the cess from the cul-

tivating Ryot. None willingly pays money and no Ryot will willingly pay the cess, but the powerful zemindar will not much care for that, it will go very hard with the weak zemindars and other tenure holders. They will not be paid, and the remedy which government holds out to them will help them very little. The remedy is worse than the disease. Five hundred Ryots holding jommas of 12 Rs each refuse to pay the cess here he will have to institute 500 cases in the moonsiffs court the claim for each suit being 3 as. We doubt not many will prefer to pay the cess from their own pockets than to go to lawsuits for such trifling sums. Then again to realise this 3 as he will have to advance at least 5 Rs as expences of law-suit. This is another great defect of the Bill to which we beg to draw the attention of the Legislative council. Moonsiff's are already over burdened with work it will at least not pay to dance atendance at monsiffs courts for six months for four annas. A summary law is needed not oppressive in its nature but simple, intellgible and cheap. Can the Legislature give us that?

Some time ago we made a passing remark that the imposition of the Road Cess will throw the whole landed tenure system of Bengal into confusion. In Section 5 it is stated that the zemindars and other tenure holders will have to lodge in the Collectors office returns showing the annual rent paid by the ryot or under tenant. Again section 6 provides that no zemindar or holder of a tenure shall be entitled to sue for or recover any rent in respect of any land or tenure which shall be proved not to have been included in the return lodged by him. Now the object of this section is to secure a true return but we fear it will cause a great deal of mischief. Every Rupee will cost the zemindar about half a pice, if the maximun rate wore imposed, what will prevent the zemindar to enter in the return a larger amount than he actually recieves. The pay ment of half a pice for a Rupee will be a quite inadequate cheek and we trust Government will not punish these under seetion 12 who make such entries. That greatest curse of the country, Act X has as Mr Broadley said the other day "placed the zemindar in a position antagonistic to the Ryot and kindled feelings of mistrust." Distrust, hatred, cruelty, discontent, forgery, perjury, and ruin have followed the operations of that suicidal act. It has excited the worst form of cupidity and placed all classes of people at logger heads with each other. To our view it is almost certain that the larger number of such returns shall contain false entries; now imagine what will he the state of the country then. The number of suits thus instituted will be immense, can excel lent roads, and durable bridges compensate for the loss of money, harrassment and trouble that will entail upon the people? This section ought to be repealed or it will force the zemindars and under tenants to provide for future enhancements. We shall notice the other points of the Bill at our leisure.

সঙ্গীত বিদ্যালয়।

অন্য স্তম্ভে পাঠক একটী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন দেখিবেন। এতদিন পরে একটী প্রকৃত অভাবের দূরিকরণ হইতে চলিল। অন্যান্য সুসভ্য দেশে অন্যান্য বিদ্যার সহিত সঙ্গীত বিদ্যাও অভ্যাস দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে উহা এত দিবস হয় নাই। আমাদের দেশের কর্ত্তা ইংরাজেরা, তাঁহাদের সঙ্গীত আমাদের সঙ্গীত হইতে অনেক বিভিন্ন। যদি এদেশীয় গণ ইংরাজি সঙ্গীত অভ্যাস করিতে স্বীকার হইতেন তবে এত দিন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত প্রচলিত হইত কিন্তু এদেশীয় সঙ্গীত বেত্তা গণ এদেশীয় সঙ্গীতাপেক্ষা ইউরোপীয় সঙ্গীত অনেক গুণে নিকৃষ্ট মনে করেন। আবার ইংরাজেরা তাচ্ছিল্য করিয়া হিন্দু সঙ্গীত অভ্যাস না করাতে উহার কারিগরী ও চমৎকারিত্ব অদ্যাপি অনুভব করিতে পারেন নাই, কাযেই এখানকার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়েও সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয় না। অতএব এরূপ বিদ্যালয় যদি করিতে হয় তবে সে কেবল আমাদের যত্নে হইবে। প্রস্তাবিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী হইবেন, ও তাঁহার শিষ্য গণ তাঁহার সহায়তা করিবেন। রাজা যতীন্দ্র মোহন টাকুর বাহাদূর এবং তাহার সহোদর গোস্বামী ঠাকুরকে আশ্রয় দেন, দিয়া সঙ্গীতের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। গোস্বামী ঠাকুর উপযুক্ত আশ্রয় পাইয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দু সঙ্গীতের কত উপকার করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের অনেকে এখন জানিতে পাইয়াছেন। ভারতবর্ষ রাজা বাহাদূরের ও গোস্বামীর নিকট চির ঋণ পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্র যত পাইয়াছেন সংগ্রহ করিয়াছেন, সঙ্গীত যন্ত্র সমুদায় সংগ্রহ করিয়াছেন, সঙ্গীত সার নামক অক্ষয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, সঙ্গীত কেহ অভ্যাস করিতে গেলে আদর করিয়া তাহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহারা একটা করিতে পারেন নাই। সঙ্গীত সাধরণ্যে অদ্যাপি প্রচলন করিতে পারেন নাই। এই বিদ্যালয় কর্ত্তৃক সেইটা কিয়ৎ পরিমাণে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এখন এই বিদ্যালয়েটী যাহাতে চির স্থায়ী হয় এরূপ যত্ন সকলের করা কর্ত্তব্য। ইহার নিমিত্ত একটী বড় বাড়ী ভাঁড়া করিতে হইবে কারণ এক স্থানে বসিয়া এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাগ, যন্ত্র ও গীত শিক্ষা দেওয়া সম্ভবেনা। সমুদায় যন্ত্র সংগ্রহ করিতেও হইবে। ছাত্র প্রতি যে এক টাকা ধরা হইয়াছে তাহার দ্বারা ইহা সংকুলান হইবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ হইতে চাঁন্দা ও দান সংগ্রহ না করিলে চলিবেনা। অবশ্য রাজা যতীন্দ্র মোহন স্বয়ংই এই বিদ্যালয়টী পোষণ করিতে পারেন কারণ তাঁহার আর কিছু নূতন ব্যয় লাগিবে না, কিন্তু তিনি এই নিমিত্ত ঢের ব্যয় করিয়াছেন, আর এ সাধারণের কায ও সাধারণের ইহাতে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি শৌরীন্দ্র বাবুও যাইয়া উপদেশ দিবেন।

অপর যাহারা দূরে অবস্থিতি করেন তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা অনায়াশে হইতে পারে। যাহারা গোস্বামীর স্বর লিপি পদ্ধতি অবগত আছেন তাহারা দূর হইতে অন্ততঃ যন্ত্র বাদন শিখিতে পারে। এই পদ্ধতি দ্বারা গীত শিক্ষা করা যায় না যায় সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। গীত লেখা যায় তাহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু তাহা দেখিয়া গীত অভ্যাস করা এত পরিশ্রম লাগিতে পারে যাহা ছাত্রের সাধ্যাতীত হইতে পারে অতএব দূরে থাকিয়া যদি কেহ ছাত্র হইতে ইচ্ছা করেন তাহাকেও লওয়া কর্ত্তব্য।

রোড শেস বিল।

আমরা নিম্নে রোড শেসের আইনের পাণ্ড লিপির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। এবারে কাযেই আমাদের ইংরাজি প্রস্তাব কমাইতে হইল। একরটী সর্ব্বসাধারণের উপর হইবে সুতরাং সর্ব্বসাধারণের ইহায় মম্ম জানা কর্ত্তব্ব।

কোন ভুমির সকল কৃষাণ কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিরা নিজে ভুমি যোত ও দখল করে তাহারা বৎসর যত খাজানা দেয় কিম্বা যুক্তি মতে ঐ ভুমির যত খাজানা হইতে পারে ভুমির বার্ষিক মূল্য শব্দে সেই খাজানার মোট বুঝায় ইতি।

৩ ধারা। এই আইন যে সময়ে বঙ্গ দেশের শ্রীযুত লেপটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত কোন জেলায় প্রচলন করা যায় সেই সময়াবধি ঐহ জিলার অন্তর্গত যে স্থাবর সম্পত্তি কলিকাতা নগরের সীমার অন্তর্গত নয়, ও মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত বঙ্গ দেশের শ্রীযুত লেপটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ১৮৬৮ সালের প্রণীত প্রদেশীয় নগরাদির সৌষ্ঠব করণার্থে আইনের এবং প্রদেশীয় নগর বিষয়ক আইনের বিধানযে২ স্থানে ব্যাপ্ত দইল তন্মধ্যে কোন স্থানের অন্তর্গত নয়, সেই সকল স্থাবর সম্পত্তির উপর প্রদেশীয় পথের কর লাগিতে পারিবে। ঐ কর উক্ত প্রদেশের মধ্যে যাতায়াত করিবার পথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও রক্ষা করণের কার্য্যে প্রয়োগ হইবে। ঐ সম্পত্তির উপর নিম্ন লিখিত বিধি মতে সেই কর ধার্য্য হইবে। যে২ ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির স্বামী ও দখিলকার হন, ঐ পথের কর তাঁহারদের স্থানে নিম্ন লিখিত হার ও নিয়মানুসারে আদায় করা যাইতে পারিবে ইতি।

২ অধ্যায়। ভুমির উপর পথের কর।

মূল্য নিরূপণের কথা।

৪ ধারা। এই আইন কোন জেলায় প্রচলিত হইলেই প্রত্যেক জমিদার ও গাতিদার প্রভৃতি কালেক্টরী কাছারিতে এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের পাঠে এক মাসের মধ্যে ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তান্ত সম্বলিত আপন২ মহালের ও তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত সমস্ত ভুমির রিটণ দেন কালেক্টর সাহেব এই মর্ম্মের ঘোষণা করিবেন। কালেক্টর সাহেব আপনার কাছারী ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ও জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতে ও রাজস্ব সংক্রান্ত অধীন প্রত্যেক কর্ম্মকারকের কাছারীতে ঐ ঘোষণাপত্র লটকাইয়া প্রকাশ করিবেন ইতি।

৫ ধারা। সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা গেলে পর কালেক্টর সাহেব সাধ্যমতে ত্বরায় প্রত্যেক মহালের নিমিত্ত A তফসীলের পাঠে নোটিস দিবেন, এবং এই আইনের বিধান মতে যে রিটর্ণ দেওয়া গেল কিম্বা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে রেজিষ্টর থাকে তন্মধ্যে যে তালুকদার প্রভৃতির নাম লেখা আছে তাহাদের প্রত্যেক জনের নামে ঐ নোটিস দিবেন। এবং উক্ত মহালের কোন জমিদার কিম্বা তালুকদার প্রভৃতি কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়াও যদি ঐ নোটিস পাইবার পর তিন মাস পর্য্যন্ত উক্ত কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ দিতে অস্বীকার করেন কিম্বা না দেন, তবে ঐ তিন মাস গত হইলে পর সেই রিটর্ণ যত দিন না দেওয়া যায় কিম্বা কালেক্টর সাহেব নিম্ন লিখিত বিধান মনে যত দিন সেই ভুমির মূল্য নিরূপণ না করেন, অন্য রূপ আজ্ঞা হইবার বিশিষ্ট কারণ দর্শান না গেলে, তাহার দিন প্রতি ঐ ব্যক্তির পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে। কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ মতে ঐ রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত কারণের প্রমাণ হইলে তিনি ঐ রিটর্ণ দিবার সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন ইতি।

৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত জিলার কোন জমিদার কি তালুকদার প্রভৃতি যে রিটর্ণ দেন তন্মধ্যে কোন ভুমি কি তালুক প্রভৃতি ধরা যায় নাই এমত প্রমাণ হইলে, উক্ত নোটিস পাইবার তারিখ অবধি, কিম্বা ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধান মতে সময় বৃদ্ধি হইলে সেই সময়াবধি তিন মাস গত হইলে পর, ঐ জমিদার কি তালুকদার সেই ভুমির কি তালুক প্রভৃতির খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। এবং ঐ রিটর্ণ দেওয়া গেলে পর যদি কোন তালুক প্রভৃতি সৃষ্টি করা যায় কিম্বা খাজানা বৃদ্ধি করা যায়, তবে ইহার প্রমাণ না করিলে তিনি সেই নূতন সৃষ্ট তালুক প্রভৃতির খাজানা কিম্বা ঐ রিটর্ণে যত টাকা লেখা থাকে তাহার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা মত রিটর্ণ দিবার ত্রুটি কি অস্বীকার প্রযুক্ত যে অর্থ দণ্ড হইতে পারে কালেক্টর সাহেব তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন। এবং যে মহালের রিটর্ণ দেওয়া যায় নাই সেই মহালের বাকী রাজস্ব আদায় করিবার যৎকালীন প্রচলিত আইন দ্বারা যে কার্য্য প্রণালী নিদ্ধারিত আছে, পূর্ব্বোক্ত অর্থ দণ্ডের টাকা সময়ে২ প্রাপ্য হইলে অন্যত্র অনুমোদনের অপেক্ষা ভিন্ন তাহা সেই প্রকারে আদায় হইতে পারিবে।

৮। ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইন মতে অর্থ দণ্ডের কিম্বা খরচের টাকা আদায় করিবার যে আজ্ঞা করেন, ঐ অর্থ দণ্ডের কিম্বা খরচের টাকা আদায় করিবার প্রথম পরওয়ানা দেওয়ার সময়াবধি এক মাসের মধ্যে সেই আজ্ঞার উপর রাজস্বের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে। ও সেই আপীল যত কাল উপস্থিত থাকে তত কাল কমিশ্যনর সাহেবের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে সেই অর্থ দণ্ড বা খরচ আদায় করিবার নিমিত্ত মহাল বিক্রয় করা যাইবে না।

৯ ধারা। ৫ ধারার উল্লিখিত নোটিস দেওয়া গেলে পর চারি মাস অতীত হইয়াও কালেক্টর সাহেবের জিলার অন্তর্গত ভুমির কৃষিকারি প্রজার। যত খাজানা দিয়া থাকে কিম্বা আবাদী আছে বলিয়া ভুমির যত মূল্য হয় এই মর্ম্ম সূচক রিটর্ণ A তফসীলের পাঠে দেয়া না গেলে কালেক্টর সাহেব যদ্রূপে ও যে উপায় করা বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায় করিয়া আপন জিলার অন্তর্গত সেই ভুমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিবেন। ও যে ব্যক্তির ত্রুটি দ্বারা তদ্রূপে মূল্য নিরূপণের কার্য্য করা আবশ্যক হইল, তিনি ঐ কার্য্য ঘটিত সমস্ত খরচ দিবেন। এবং মন্ত্রি সভাধিষ্ঠীত বঙ্গ দেশের শ্রীযুক্ত লেপটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের সাত আইন মত দাওয়ার বাটির ন্যায় ঐ খরচ তাঁহার স্থানে আদায় হইতে পারিবেক। বঙ্গ দেশীয় ১৮২২ সালের ৭ আইন মতে কালেক্টরদের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা যায় উক্ত কালেক্টর সাহেব সেই অনুসন্ধান করিবার জন্য সেই ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করিবেন।

১০। ধারা যে ব্যক্তি উক্ত রিটর্ণ দেন তিনি কৃষিকারি রায়তদের স্থানে যে ভুমির খাজানা না পাইয়া থাকেন কালেক্টর সাহেব তাঁহার সেই ভুমির রিটর্ণ অসত্য কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করিলে, তিনি যদ্রূপে ও যে উপায় করা বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায় করিয়া সেই ভুনির বার্ষিক মুল্য নিরূপণ ও নির্ণয় করেন। এবং উক্ত রিটর্ণে ঐ ভুমির যে মূল্য ধরা গেল কালেক্টর সাহেব যদি তদধিক পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত মূল্য দিরূপণ করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তি ঐ রিটর্ণ দিলেন তিনি সেই মূল্য নিরূপণ কার্য্যের খরচ দিবেন, ও উক্ত শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের উক্ত ৭ আইনমত দাওয়ার বাকীর ন্যায় তাঁহার স্থানে ঐ খরচ আদায় করা যাইতে পারিবে। অন্য স্থলে সেই খরচ এই আইনমত প্রদেশীয় পথের ফণ্ড নামক তহবীল হইতে দেওয়া যাইবে ইতি।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ভুমির যোত কিম্বা ভুমির কোন স্বার্থ পাইলে কোন রিটর্ণে কৃষিকারি রায়ত বলিয়া তাহার নামের উল্লেখ হইলেও কলেক্টর সাহেস বিহিত বোধ করিলে তাঁহাকে A তফসীলের পাঠে নোটিস দেওয়াতে পারিবেন। তাহা হইলে সেইব্যক্তি লিখিত পাঠে রিটর্ণ দিতে আবদ্ধ হইবেন। সা দিলে ৫ ধারার বিধানমতে তাঁহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও কালেক্টর সাহেব ঐ ব্যক্তির যোতের ভুমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবর্ত্ত হইবেম। ও সেই ব্যক্তি যত খাজানা দিয়া থাকেন ঐ ভুমির বার্ষিক মূল্য তদধিক দৃষ্ট হইলে, ঐ মূল্য নিরূপণ কার্য্যের খরচ সেই ব্যক্তির দিতে হইবে। ও তাহা ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে আদায় হইতে পারিবে। অন্য স্থলে উক্ত প্রদেশীয় পথের ফণ্ড হইতে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে ইতি।

১২ ধারা। ১০ ধারার উল্লিখিত কিম্বা ১১ ধারার আজ্ঞামত রিটর্ণভিন্ন এই অইনমতে অন্য যে রিটর্ণ দেওয়া যায় কালেক্টর সাহেব তাহা অসত্য ও অশুদ্ধ জ্ঞান করিবার কারণ জানিলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৭ ধারামতে ঐ রিটর্ণ লেখকের নামে অভিযোগ করিতে পরিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষি নির্ণয় করিলে, কালেক্টর সাহেব এই আইনের ৯ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ রিটর্ণের উল্লিখিত ভুমির মুল্য নিরূপণ করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু যদুনাথ ঘোষ, মজিল পুর, ৭৭ সালের ভাদ্র ৪৷৷০

বাবু কাশি কিঙ্কর মিত্র, গোবরা; ৭৭ সালের ভাদ্র ৮৲

বাবু হরিচৈতন্য ঘোষ, চট্টোগ্রাম, ৭৮ সালের অগ্রাহায়ণ ৮৲

বাবু হরিশ্চন্দ্র বসু, সিমুলিয়া, ৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ ৪৲

বাবু যাদব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, দৌলাত খাঁ ৭৮ সালের কার্ত্তিক ৪৷৷

বাবু বিধুভুষণ মুখোপাধ্যায়, শিবকাটি ৭৮ সালের বৈশাখ ৮৲

বাবু কালী কুমার চক্রবর্ত্তী, চট্টোগ্রাম ৭৮ সালের পৌষ তিন সপ্তাহ ৫৶

বাবু কৃষ্ণ কুমার পালিত, হরিদয়াল, ৭৬ সালের ফাল্গুণ ১০৲

বাবু মহেন্দ্র নাথ পণ্ডিত বর্দ্ধমান ৭৮ সালের আশ্বিন ৮

বাবু জন্মেজয় ঘোষ, দেবগ্রাম, ৭৭ সালের মাঘ ৮৲

বাবু প্যারি মোহন মুখোপাধ্যায়, জামাল পুর ৭৭ সালের পৌষ ১০৲

বাবু চন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, বেন্দ্বা ৭৮ সালের আষাঢ় ৬৲

বাবু চন্দ্র নাথ মৈত্র, রায় বাহাদুর, রাজসাহি, ৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ ৮৲

বাবু সূর্য্য কান্ত মিত্র, কোটা গোপীনাথ পূর, ৮৮ সালের ভাদ্র ৮৲

বাবু শশি ভুষণ দে, ভেকটিয়া, ৭৮ সালেয় ভাদ্র পর্য্যন্ত ১০

বাবু আশুতোষ বসু, হরিঢালি, যশোহর, ৭৭ সালের মাঘ ১০

বাবু ত্রৈলোক্য নাথ বসু, দেবীদাসপুর, ৭৮ সালের ভাদ্র ৮

বাবু গদাধর খাঁ, নাটোর, ৭৮ সালের শ্রাবণের শেষ পর্য্যন্ত ১০

বাবু শ্যামাচরণ রায়, কাটিপাড়া, ৭৭ সালের পৌষ ৮

বাবু রাজ কুমার ঘোষ, কাটি পাড়া ৭৯ সালের বৈশাখ ৮

সংবাদাবলী।

—সোম প্রকাশ বলেন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা সাগর, বাবু মহেন্দ্র লাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থে ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যা সাগরের সঙ্গতির বিষয় জানেন, তাহারা এই দানের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই।

বিদ্যা সাগরের নৈসর্গিক ঔদার্য্য ও বদান্যতা অন্যের অনুকরণীয় নহে।

—ঢাকা প্রকাশ বলেন, পা॰সার ষ্টেশন ফরিদ পুরের এলাকাভুক্ত হওয়াতে তথায় অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া ফরিদ পুরের অন্তঃর্গত মুনসেফি আদালত সমস্তের আপীল যে তথাকার সবডিনেট জজ আদালতে একছের উপস্থিত হইত এই নিয়ম রহিত করিয়া বর্ত্তমান জুন মাসের ১৫ তারিখের পরাবধি ফরিদপুরান্তর্গত সর্ব্ব প্রকারের আপীল অত্রস্থ জজ আদালতে উপস্থিত করার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত জজ সাহেব আদেশ করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেটের এক জন পত্র প্রেরক বলেন—"আমরা ৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারের অমৃত বাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া অবগত হইলাম, সাতক্ষীরার বাবু মহেন্দ্র নাথ চৌধুরী কৃষি বিদ্যার উন্নতি সাধনার্থে একটি কৃষি-সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এজন্য আমরা উক্ত বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই, এবং ভরসা করি যে অন্যান্য জমিদারগণ মহেন্দ্র বাবুর অনুকরণ করেন। মহেন্দ্র বাবুর পিতা দেব নাথ চৌধুরী মহাশয় কৃষি-বিদ্যার উন্নতি সাধনে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবুও পিতার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃষি-বিদ্যার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। কৃষি-বিদ্যার উন্নতি হইলে আমাদিগের দেশের প্রকৃত উপকার এবং বহু কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদিগের একান্ত বাসনা যে, আমাদিগের এ অঞ্চলের জমিদার রাণাঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র পালচৌধুরী, শিবনিবাস নিবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র সরকার, চণ্ডীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র রায় প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আর ঔদাসীন্য অবলম্বন না করিয়া মহেন্দ্র বাবুর অনুকরণ করেন, এবং যাহাতে কৃষি-বিদ্যার উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হয়েন। তাহা হইলে তাঁহারা স্বদেশের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং অনেক কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।" আমরাও উপরিউক্ত বাবু দিগকে মনের সহিত অনুরোধ করি।

—এডুকেশন গেজেট বলেন, গত কল্য লেপটনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর হুগলিতে আগমন করিয়া অত্রত্য বিচারালয়াদি সন্দর্শন করিয়া গিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, এখানকার কছারি গুলি চুচুঁরাস্থ গোরা শূন্য বারিকে উঠিয়া যাইবার কথা হইতেছে।

—উক্ত পত্রিকা বলেন, আইন প্রস্তুত করাইয়া বহু বিবাহ ও কন্যা বিক্রয় প্রথা নিবারণে অন্যান্য বহুতর দোষ আছে। সে সমস্ত দোষের আপাততঃ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যদি সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা ভ্রম বশতঃ সত্য সত্যই রাজসন্নিধানে আবেদন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের চেষ্টার প্রতিকুলে মত প্রদান করিব, এবং আমাদের পাঠক বর্গকেও তাঁহাদের প্রতিকুলে মত প্রদান করিতে অনুরোধ করিব।

—হলণ্ডীয়েরা যাবাদ্বীপ হইতে বিলক্ষণ আয় করিতেছেন। ঐ উপনিবেশের ব্যয় বাদে তাঁহারা বৎসর ২৩ কোটি টাকা স্বদেশে প্রেরণ করেন। ইহাতে উপনিবেশিক গণ অসন্তুষ্ট হওয়াতে, তথায় রেল ওয়ে স্থাপন ও অন্যান্য রূপ অধিবাসিদের উপকার করিতে যত্নবান হইয়াছেন। হিতসাধিনী

—বিশ্বদুত বলেন, কিয়দ্দিন গত হইল, প্রসিদ্ধ হিন্দু গণিতবেত্তা ও পাতিয়ালার ডাইরেক্টর অব পবলিক ইন্সট্রুকসন প্রোফেসর রামচন্দ্র প্রোটেষ্টেণ্ট গির্জায় একটি খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

—উক্ত পত্রিকা বলেন, কাণপুরে কয়েক জন ব্যক্তি একটি ভগ্ন বাটির নিকটস্থ এক খণ্ড জমী খনন করিতেছিল। কিয়ৎ পরিমাণে খনন করিবার পর, কৃষ্ণ বর্ণ এক প্রকার গুড়া দৃষ্ট হইল। কিন্তু তাহাতে তাহারা মনোযোগ করে নাই। এক ব্যক্তির কলিকা হইতে এক খণ্ড আগুণ পতিত হওয়াতে, ভয়ানক শব্দ করিয়া ধুম উত্থিত হইলে, তাহার তিন ব্যক্তি মরিয়া গেল। তন্মধ্যে একটি বালক ও ছিল। তাহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। অপর দুই ব্যক্তি এপ্রকার আহত হইয়াছে যে, প্রাণ সংশয়। বোধ হয় বিদ্রোহের সময় বারুদ পোতা ছিল।

—হিন্দু রঞ্জিকা বলেন, "যশোহরের ভুতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট তত্রত্য জমিদার দিগের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন! ইহাতে লিখিত হইয়াছে, নাটোরের রাজার দেওয়ানী করিবার সময়ে দিঘাপাতিয়ার রাজা দয়ারাম রায় অনেক জমিদারী আত্মসাৎ করেন। রাজা প্রথম নাথ রায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে দয়া রামের মৃত্যু হয়, কিন্তু এই বন্দোবস্তের সময়ের নাটোরের রাজার সম্পত্তি বজায় ছিল। নাটোরের রাজা রাম কান্ত কলেক্টরকে যে কবুলতি দেন তাহাই ইহার প্রমাণ। রাজা প্রথম নাথ বলেন, মুরসিদাবাদের নবাব একবার নাটোরের রাজার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া ছিলেন, কেবল দয়ারামের অনুরোধে তাহা প্রত্যর্পণ করেন। দয়া রামের সম্বন্ধে ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব ভ্রমেও পতিত হইয়াছেন।' দয়ারামের সুখ্যাতি ও গল্প দেশ ব্যাপ্ত।

—ইংলিসমান বলেন, ২৪ পরগণার মুন্সেফ বাবু রাজ কৃষ্ণ সেন (যিনি এক্ষণে ডায়মণ্ড হারবারে গমন করিয়াছেন) দুই বৎসরের বিদায় লইয়া ইউরোপে যাত্রা করিতেছেন। প্রধানতম বিচারালয়ের উকিল বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু ডায়মণ্ড হারবারে তাঁহার পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন কলিকাতা হইতে লক ব্যক্তি ২টি কন্যা লইয়া এদেশে বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া সংপ্রতি চৌধুরী বাজারে আছেন, প্রত্যেক কন্যার মূল্য ৩০০ টাকা, যদি কাহারো প্রয়োজন হয় তত্ত্ব লইবেন। পুলিষের বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাঁহারা বিশেষ রূপে ইহার তত্ত্ব লইবেন।

—উক্ত পত্রিকা বলেন, লোনসিংহ নিবাষী বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান শ্রীযুক্ত বিষ্ণু চরণ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং উৎসাহ সহকারে ভগিনীকে পর্য্যায় ছিন্ন করিয়া সুপাত্রে প্রদান করিয়াছেন। ঢেউখালি নিবাসী রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান শ্রীযুক্ত হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যাকেবিষ্ণু ঠাকুরেরসন্তানে এক পুরুষ নিম্নে প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিমপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কমল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যাকে বিপর্য্যায় প্রদান করিয়াছেন, পিয়রাঠি নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্র কান্ত চট্টোপাধ্যায় ও ঐ রূপ দেশ হিত কর কার্য্য করিয়াছেন। মহিসায় গ্রামে বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান নারায়ণ মুখোপাধ্যায় তদ্বংশ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে সামাজিক গণ সমবেত হইয়া ৪ পুরুষীয় কৃত বিদ্যা কেশব চক্রবর্ত্তির সন্তানে প্রধান করিয়াছেন। ইহাঁরা পল্লীয় এবং মেলবন্ধনের অপকারিত বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন। কুলীনের কন্যাকে ভার বলে, পূর্ব্বকালে এই ভার রূপা কন্যাকে ১০ টাকা ব্যয় করিলেই এক বিবাহ ব্যবসায়ীর নিকট কিয়ৎ কালের জন্য নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের প্রদান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন; তখন পাত্রের দুর্ঘটন ছিল না, এখন প্রায় লোকই বিদ্বান, সুতরাং বহু বিবাহ যে মূর্খত্ব পরিচয়ের প্রধান সামগ্রী, তাহা কাহারও অবিদিত রহে নাই। এখন ভারি অর্থাৎ ভার গ্রাহী বিবাহ বণিক পুত্রেরা ১০ টাকার স্থানে ১০০ টাকার ন্যুন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেছেন না। এদিকে কন্যা দাতা কুলীন প্রায়ই নিঃস্ব দেখা যায়, এত দিনে ভার শব্দের অর্থ অধুনাতন কুলীনের হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছে। যাহা হউক, নড়িয়া সমাজ দ্বারা এই দেশের অধিকতর মঙ্গল সংসাধন হইয়াছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; যে সকল কুলীন কন্যার আমরণ বিবাহ হইত না নড়িয়া সভার সাহায্যে তাহাদেরও বিবাহ কার্য্য সুন্দর রূপ সুসম্পন্ন হইতেছে। সামাজিক শাসন দ্বারা এই সরল দুর্নীতি ঝটিতি বারণ হইবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না সুতরাং প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাই বিধেয়, দেশ হিতৈষী মাত্রেই এই বিষয়ে উদ্যোগ করুন।

সাহিত্যিক

১৮৬০ সালে যশোহরে ভারি ঘোড় দৌড়ের আমোদ হয়। কি মাস মনে নাই বোধ হয় ফাল্গুণ মাস হইবে। ঘোড় দৌড়ের মাঠ নগরের প্রান্ত ভাগে ও সেই মাঠ পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়া শত শত সহশ্র সহশ্র লোক চলিতেছে তাহার মধ্যে আমিও এক জন। প্রাঃত কাল, ফাল্গুন মাস অথচ এত লোকের সমাগম, মন উৎসাহে পরিপূর্ণ। জনতা এত যে দুর্ব্বল ও রুগ্ন লোক দিগের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া মাঠ দিয়া যাইতে হইতেছিল। আমরা উৎসাহে দৌড়াইতে ছিলাম কখন বা দাঁড়াইয়া লোকের গমনাগমণ দেখিতেছিলাম। ইতিমধ্যে পশ্চাদ্ভাগে একটি গোল শুনিলাম। দেখিলাম একজন ইংরাজ ঘোঁড়ায় চড়িয়া দ্রুত বেগে লোকের মধ্য দিয়া আসিতেছেন। বয়ক্রম অল্প, আন্দাজ পঁচিস। চক্ষুনীল, বর্ণশ্বেত গাল মাংস শূন্য কিন্তু তাহার অবয়ব দেখিবার তখন সময় পাইনাই। এত লোকের মধ্য দিয়া অকুত ভয়ে দ্রুত বেগে ঘোটক চালাইতেছেন দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া ছিলাম। প্রথমে ভাবি বুঝি অশ্ব অবাধ্য হইয়া তাহাকে আপন ইচ্ছা মত লইয়া যাইতেছে কিন্তু একটু পরেই বুঝিলাম তাহা নয়। এ দিকে লোকের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, চক্ষে দেখিলাম কত লোক মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল। সুবিধা এই যে ঘোঁড়ার আগে শব্দ যাইতেছে ও পশ্চাতের লোকের কলরব শুনিয়া অগ্রের লোকে সাবধান হইতেছে। কিন্তু তখন বেশী ভাবিবার কি দেখিবার সময় ছিল না। সাহেব তখন প্রায় ঘাড়ের উপর আপনার প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। ঠেলাঠেলি করিয়া ঘোঁড়ার পথ

দিলাম, কিন্তু এক জন সামলাইতে পারিল না, আড় হইয়া ঘোঁড়ার সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িয়া ল। মনুষ্যে কি অন্যান্য জীবে নানা রূপ আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু কালীন মনুষ্যের আর্ত্তনাদের ন্যায় ভয়ংকর শব্দ বোধ হয় কিছুই নাই। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে প্রাণ উড়িয়া যায়. আর মনুষ্যের হঠাৎ মৃত্যু কালীন আর্ত্তনাদে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এ উভয় শব্দ এক বার শুনিলে আর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। লোকটি পড়িয়া গেলে করুণ স্বরে "ওরে বাবারে গিয়েছি!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে গন্না খাঁদা, বোধ হয় তাহাতেও তাহার আর্ত্তনাদ অপেক্ষাকৃত শ্রুতি ভয়ংকর হইয়া থাকিবে। আমি তখন চক্ষু বুজিলাম, আর সাহস করিয়া চক্ষু মেলিতে পারি না। কি দেখি না জানি। ঘোটকটি বৃহৎ কায় ও দ্রুত বেগে আসিতে ছিল তাহার খুরের তলে পড়িলে নিশ্চিৎ মৃত্যু। মাথা ভাঙ্গিয়া মগজ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুটি গলিয়া গিয়াছে, কি উদরের নাড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছে না হস্ত পদাদি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? ইহার কি না জানি দেখি এই ভয়ে চক্ষু মেলিতে সাহস হয় না। কিন্তু ভয় ও কুতহলে অধিক ক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিতে দিল না। দেখি লোকটি শয়ানে আছে সাহেবটি প্রায় দশ হাত আগুইয়া গিয়াছেন। লোকটির কি হইয়াছে তাহাই দেখিবার নিমিত্ত ঘাড়টি ফিরাইয়াছেন কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে না। তিনি যে একটু ঘাড় ফিরাইয়া ছিলেন তাহাতে লোকটিকে দেখা যায় না। ঐ রূপ অবস্থায় বলিলেন বহুৎ আচ্চা হুয়া। আমরা তাড়াতাড়ি যাইয়া লোকটিকে তুলিলাম দেখিলাম সে ভয়ে অভিভুত হইয়াছে মাত্র, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহার গাত্রে নখাঘাতও হয় নাই, গায়ের চাদর খানি ছিড়িয়া গিয়াছে ও ভয়ে তাহার কথা কহিবার যো নাই। তখন আমাদের সাহেবটির কথা মনে পড়িল তখনও তাহাকে সম্মুখে দেখা যাইতেছিল। তাহাকে কিছু শাস্তি দিবার ইচ্ছা সকলের মনে একেবারে উদয় হইল, কিন্তু তখন তিনি অধিক দুরে গিয়াছেন ও লোকের যে রূপ ভিড় তাহাতে তাহার মধ্য দিয়া যাইয়া তাহাকে ধরা এক প্রকার অসম্ভব ভাবিয়া সকলে ক্ষান্ত দিল।

বহুত আচ্চা হুয়াহে, কেন? অপরাধ? সাহেব রাগ করিলেন কেন? আবার ভাবিলাম সাহেবের ভয় হইয়াছে এই নিমিত্ত আপনাকে বাঁচাইবর নিমিত্ত লোকটিকে উহাই বলিয়া অপরাধি করিতেছেন। কিন্তু ভয়ের মত কিছু বোধ হইল না। তিনি যে রূপ বেগে বরাবর যাইতে ছিলেন সেই রূপ বেগে যাইতে লাগিলেন লোকটির বিপদের নিমিত্ত এক বারও ইতস্ততঃ করিলেন না। একটু দুঃখ প্রকাশ, একটু ভয় প্রকাশ, একটু আনন্দ প্রকাশ কিছুই করিলেন না, যেমন আসিতেছিলেন ঘাড়টি অদ্ধ ফিরাইয়া বহুৎ আচ্চা হুয়া বলিয়া অমনি চলিয়া গেলেন। লোকটির কি অবস্থা হইল তিনি তাহা দেখিলেন না আর যদি তিনি বাঁচিয়া থাকেন তবে সম্ভবত অদ্যাপীও জানেন না, অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম সাহেব একটি নীল কর। ভাবিলাম সাহেব আইজ খানিক নিজ ব্যবসায়ের ক্ষতি করিলেন ও ব্রিটিশ রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমির এক খানি ইঁট খসাইলেন। অত্যাচার না করিলে নাকি নীল হয় না কিন্তু ইহাও ঠিক অত্যাচার দ্বারা অধিক কাল কোন ব্যবসায় চালান যায় না।

পরে ঘোড় দৌড়ের মাঠে পঁহুছিলাম। যেয়ে দেখি লোকারণ্য সাহেবও অনেকটি জুটিয়াছেন, কিন্তু সে সাহেব কোথায়? তল্লাস করিতে২ দেখি যে তিনি তখনও অশ্ব পৃষ্টে আছেন দৌড়ের রাস্তায় আমোদ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার মনে কি ছিল কি রূপে বলিব কিন্তু বাহ্য দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যে একটি মনুষ্য বধ করিবার যো ক-করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে ছিলেন না। ইতি মধ্যে কি গতিকে সাহেব অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন, সকলে আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল কিন্তু সাহেব একটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাহার সহিসে তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিল, মুখ দেখিয়া বোধ হইল সাহেব বড় বেদনা পাইয়াছেন, আর কোন প্রকার আঘাত পান কি না তাহা আর জানিতে পারিলাম না। জন কয়েক দুষ্ট ছেলে বলে উঠিল "বহুৎ আচ্চা হুয়া"।

যে ফাল্গুণ মাসে এই ঘটন হইল সেই মাসেই নীল কর দিগের মধ্যে কান্না রব পড়িয়া গেল।

প্রেরিত।

বিধবা বিবাহ

মহাশয় আমি বিবাহ পাগলা বুড় নহিতবে সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় অথচ আমার সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করার উপায় অবধারণ হয় এই জন্যে একটি বিধবা বালার পানি গ্রহণে স্থির কল্প হইয়াছি একার্য্য বিশেষতঃ পল্লি গ্রামে ইচ্ছ করিলেই সুসিদ্ধ হয় না এরূপস্থানে এরূপ কার্য্যের উৎসাহ পাওয়া দূরে থাকুক না না প্রতি বন্ধকই ঘটিয়া থাকে সুতরাং এমতাবস্থায় মাদৃশ জনের এরূপ ইচ্ছা বামনেরচন্দ্র স্পর্শ স্পৃহা সদৃশ অসম্ভব তাহার সন্দেহ নাই তবে আজ কাল অমৃত বাজার পত্রীকায় দেশের নানাবিধ হিত সাধন হইতেছে বলিয়া সাহসিকও নিলর্জ্জ হইয়া আপনার নিকট মানসিক কল্পনা এক কালে প্রকাশ করিলাম ভরসা করি আমার এই বাসনাটি আপনার দেশ ব্যাপ্ত আদরণীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন এবং আপনিও এই সদানুষ্ঠান ফলবতি করিবার জন্য যদ্যপি কোন উপায় করিতে পারেন তাহাও করিবেন আমার পরিচয় নিম্নে দিলাম

মহাশয়!

আপনি এবং আপনকার পাঠকগণ জানেন, এখানে যে একটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, উক্ত বিধবার মাতা, কতক গুলি কুবুদ্ধি লোকের মন্ত্রণায় কন্যা চুরি ও ক্ষতি পূরণের দাবিতে নানা মিথ্যা কলঙ্কের কথা সাজাইয়া আমাদিগের সব এসিস্টাণ্ট সার্জ্জন হরিশ বাবু ও রেজিষ্ট্রারী আফিসের হেড ক্লার্ক ভোলানাথ বাবু ও ওবরসিয়ার গোপাল বাবুর নামে এখাকার ফৌজদারী আদালতে যে অভিযোগ উপস্থিত করে, ঐ মোকদ্দমা গত ১১ই মে ডিস্‌মিস হয়। তদ্বৃত্তান্ত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। ইচ্ছা ছিলনা যে, পুনরায় এই সম্বন্দে লেখনী ধারণ করিব, কিন্তু একটি অবগণ্ডবৎ চপল লিখকের উৎপাত অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতেই কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম। যদিচ চপল উক্তির হাস্যই প্রকৃত উত্তর, কিন্তু তাহাতে আবার আস্পর্দ্ধার বৃদ্ধি পায়। কোন মনুষ্যের যতই কেন পশুবদ্‌বুদ্ধি না হউক, আস্পর্দ্ধা না দিয়া তাহাকে সদুপদেশ দেওয়াই ধীরের উচিত।

হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকায় কোন এক ব্যক্তি এই বিবাহ সম্বন্ধে নানা অলীক কথা দ্বারা হরিশ বাবু এবং স্মল কজকোর্টের হেড ক্লার্ক কৃষ্ণচন্দ্র বাবু প্রভৃতির নানা প্রকার গ্লানী লিখিয়া আসিতেছেন। তাহাকে এক প্রকার "খেউড় গাওয়া" বলিলেও হয়। বোধ হয় লিখকের, পূর্ব্বে কবির দলের সরকারী করা অভ্যাস ছিল। নথুবা তিনি যে এক স্থানে লিখিয়াছেন "বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বর কন্যার চিরবাসের নিমিত্ত কদলীবন প্রদত্ত হইয়াছে। এই বন নন্দন বন হইতে ভিন্ন নহে। নদী তীরাস্থিত বর কন্যার বাস হেতু নানা দিগ্ দেশী কোকিল ও ভ্রমর নিকর নিরন্তর গতায়াত ও আবাস প্রতিক্ষা করিতেছে।" এই রূপ ভাবের রচনা কি কখন শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনী সম্ভুতা হইতে পারে? তবে লিখক শিক্ষা করিতে কিছু বেশী "ধন" ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই জোরেই এত দূর লিখিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বোধ হয়! যাহা হউক লিখক যে আর কত২ অশ্লীল কথা এবং গ্লানী লিখিয়া আসিতেছেন, তাহা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে চাহিনা, প্রয়োজনও দেখা যায় না। লিখক যে সকল লোকের গ্লানী করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত। সুশিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনার গ্লানী সহ্য করেন, তথাপি গ্লানীকারী অজ্ঞের অপরাধ ধরেন না। যে অপরাধকে ভয় করেন না' রাজ বিধানকে শঙ্কাকরে না এবং যে বুদ্ধি দোষে আপনার বন্দী শালা আপনি নিকটবর্ত্তী করে, অথবা আপনার শেল আপনি আহ্বান করিতে যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাকে কষ্টে নিঃক্ষেপ করিবার জন্য ক্রোধের সহায়তা অথবা বিচারালয়ের আশ্রয় সহসা লয়েন না। বরং সাধ্য পর্য্যন্ত সদুপদেশ রূপ কর প্রসারণে তাহাকে কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবারে জন্যেই যত্নবান হয়েন! তাহাতে ও যদি সে নিবৃত্ত না হয়, তবে "গাদাপিটিলে ঘোড়া হয় না" এই প্রবাদ মনে করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। শুনিতেছি, গ্লানী গ্রস্তগণকে, লিখকের উপর "লাএবেল্ কেস্" আনার জন্যে কেহ কেহ যুক্তি দিতেছেন। কিন্তু আমাদের মতে, তাহাতে কেবল "মশা মারিয়া হাত কাল" করা ভিন্ন আর কিছুই সুসার দেখাযায় না। বস্তুতঃ লিখককে সরল ভাবে কহিতেছি, তিনি আপনার ওরূপ কাঁচা লেখনীর কর্কশ বেগ সম্বরণ করিবেন। নতুবা কালের যেরূপ কুটিলা গতি, তাঁহাকে পেঁচে পড়িতে একটুও দেরি সহিবে। না হিন্দু রঞ্জিকা সম্পাদক মহাশয়কেও বিনিত করিয়া বলি, তিনি যেন বিশেষ রূপে লিখক দিগের স্বভাব জানিয়া শুনিয়া কোন বিষয় পত্রস্থ করেন। নতুবা "সাপ ব্যাং" কিছু না জানিয়া শুনিয়া নিরর্থক লোকের গ্লানী এবং অশ্লীল কথা ছাপিয়া সম্বাদ পত্রের গৌরবহানি করিবেন না।

পাবনা ১২৭৮ সাল
তারিখ ২১ শে জ্যৈষ্ট

এক জন উচিতবক্তা।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি

কর্ত্তৃকনূতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫ খা একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকা ও ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিশন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত

বেদব্যাস প্রণীত। পাইকা বঙ্গাক্ষরে প্রথম মূল তন্নিম্নে শ্রীধর স্বামী কৃত টিকা, তন্নিম্নে ভাষার্থ প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ৬ টাকা ডাক মাশুল ৸ আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে গ্রাহ্য হইবে। ইতি

ব হরম পুর তারুরত্ন যন্ত্র } রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDUR BEING ACT XXV OF 1861

AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circulars the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by a remittance to Babu Peary Churn Sircar.

Babú Bunco Bihari Mitter,
No. 82, Sitaram Ghose's Street.

Manager Sanscrit Press Depositary
No. 24 Sukea's treet.
CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসা নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
মামারক কাটি

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অর্থাৎ

ধর্ম্মজয় উপাখ্যান। সুললিত ভাষায় নীতি গর্ভ উপন্যাস। এই যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল /০

শ্রীকৈলাস চন্দ্র চন্দ।

কলিকাতা যোড়া সাঁকো নামক স্থানে একটী সঙ্গীত শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। স্বায়ংকালে ৬ হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে। শিক্ষার্থি দিগকে মাসিক ১ টাকা বেতন দিতে হইবে। অভিভাবকের অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে অল্প বয়স্ক বালকদিগকে এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করা হইবে না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী মহাশয় শিক্ষার তত্ত্বাবধারন ও মধ্যে মধ্যে উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু উদয় চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় অধ্যাপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এই বিদ্যালয়ে উপপত্তিক (Theoritical) ও ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical) সঙ্গীতের শিক্ষা দান করা হইবে। শিক্ষার্থীরা আগামি ৬ই জুলাই তারিখের পুর্ব্বে আমার নিকট পত্র লিখিলে বাধিত হইব।

২২ জুন ১৮৭৮ নং ৩
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননেরলেন
নারিকেলডাঙ্গা কলিকাতা } শ্রী হরমোহন ভট্টাচার্য্য

মৎ প্রণীত "ভুগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকর এক পার্শ্ব মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেপারে॥

মূল্য ৸৵ আনা মাত্র।

ভবানিপুর জগুবাবুর বাজার, ৮
সুলতান মিস্ত্রীর বারিক
৭ই জানুয়ারি ১৮৭০॥ } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় অলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য

যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপ্দেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ ২৫টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলেশত ক ১২টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচ
অমৃতবাজার

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ক্রটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইয়েছে। মূল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পা ঘাত।

মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

এই পত্রিকার

বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্তবাবু হেম স্তকুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জামদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবুদীন নাথ সেন, গোহাটী

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার সরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্ সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা		
ষান্মাসিক	৩	১৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রতি সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা		
ষান্মাসিক	৪৸০	১৷০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এইপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶
চতুর্থ ও তদধিক বার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দ্বারা প্রকাশিত হয়।